পদ্মা সেতু একটি ডিজিটাল প্রস্তাবনা

আবীর হাসান

বিপুল এক কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে। শুরু হয়ে গেছে বলাও অত্যুক্তি হবে না। কারণ প্রশ্ন, বিতর্ক এবং উৎসুকতা যখন আছে, তখন কিছু যে একটা হচ্ছে, ভালো বা মন্দ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এরকম বিপুল কর্মযজ্ঞের বিষয়টিকে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিতে দেখাই উচিত হবে বলে আমি মনে করি। অতীতের বিষয়গুলো বিশেষত যেগুলো উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি বোধ করে সামনে এগুনোর চেষ্টাই যথাযথ হবে বলে মনে হয়। আর যে প্রস্তাবনা নিয়ে এ লেখা তার সারবস্তু শিরোনামেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন যে সমস্যাটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, তা হচ্ছে 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' বিষয়ক। প্রশ্ন রাজনৈতিক বিতর্কে রূপ নিয়েছে এবং সাধারণত কোনো প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বা বাস্তবায়নের মাঝপথে যে প্রশ্ন ওঠে এক্ষেত্রে তা উঠেছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াশুরুর অনেক আগেই, অর্থায়ন প্রক্রিয়ারও প্রাথমিক অবস্থায়। আর এ নিয়ে যে বিরুদ্ধবাদী গর্জন তা নিশ্চিতই অতিমাত্রিক এবং একটা ভিন্নমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে ফেলেছে এ জাতির সব জনগণকে। একটি সরকার বা একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ে মুখ্য বা অনেক বড় হয়ে উঠেছে পদ্মা সেতু বিষয়ক 'ধারণা'কে বাস্তব রূপ দেয়ার বিষয়টি। ধারণায় কথা বললাম এ কারণে, পদ্মা সেতু এখন পরিণত হয়েছে একটি জাতীয় প্রতীকে। যারা সমালোচনা করছেন, তারাও করছেন ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই। আর এই ধারণা আরও অনেক ধারণার জন্ম দিতে পারে এবং তা যে হবেই তাতে কোনো সন্দেহ আমি পোষণ করি না।

পদ্মা সেতু প্রকল্প একটি নতুন যুগে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ আর সে কারণেই কিছু Constraints-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ইংরেজি শব্দটির বাংলার আভিধানিক অর্থটিকে আমার ঠিক যুৎসই মনে হচ্ছে না, পদ্মা সেতু প্রকল্প একই সাথে নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে এসেছে। সাথে সাথে প্রথাগত সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা এবং রাজনৈতিক চিন্তার অনগ্রসরতাকে প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। কনস্ট্রেইন বা বাধাগুলো এসেছে এসবের কারণেই, যেসব মহলে স্বচ্ছতার ও জবাবদিহিতার ছিল বড় বেশি অভাব। আর সে কারণেই আন্তর্জাতিক মহল এবং কিছু সংস্থা আফ্রিকার উপ-সাহারীয় অঞ্চলের অনগ্রসর দেশগুলোর চেয়ে ভালো চোখে আমাদের দেখে না। আর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে আমাদের অবস্থান তো ১১৩তম। যদিও আগের বছরের তুলনায় অবস্থান দুই ধাপ এগিয়েছে, কিন্তু আমরা যে স্বল্পোন্নত আফ্রিকান বন্ধুদের কাতার থেকে বেরুতে পারিনি। এই সময়ে আমরা যদি ডিজিটাল ক্ষেত্রে অগ্রসর অবস্থায় থাকতাম, যদি সরকারি সব আয়-ব্যয়-উন্নয়ন প্রকল্প ডিজিটালি নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে হয়ত যেটুকু অপবাদ আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা দিয়েছে, তা দিতে পারত না।

এসব ক্ষোভ নিছক অভিমান নয়। তবে এটুকু বলতেই হবে প্রথাগত উপায়ে আমলাতন্ত্র যদি রাজনৈতিক সরকার গৃহীত ই-টেন্ডার ধারণাটিকে পরিব্যাপ্ত করে তুলতে পারত, তাহলে সমস্যাটা দেখা দিত না। 'পরিব্যাপ্তি'র কথা বলা এ কারণে যে ই-টেন্ডার ধারণাটি শুধু ছোটখাটো টেন্ডারের ড্রপিংয়ের সময় 'সংখ্যা' এড়ানোর জন্যই করার কথা নয়। বরং যেকোনো প্রকল্পের প্রাক্কলন-অর্থায়ন-দরপত্র আহ্বান-মূল্যায়ন-অর্থছাড়-কার্যাদেশ-বাস্তবায়ন ও সর্বশেষ হিসাব-নিকাশ প্রক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারের যেসব বিভাগ বেশিমাত্রায় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত সেগুলোর একটির কাছেও ই-টেন্ডার বলতে যা বোঝায়, তা পরিচালনার মতো সফটওয়্যার নেই। নেই আইটি এক্সপার্ট। ই-মেইলের মাধ্যমে টেন্ডার ড্রপ করাকেই যদি কেউ ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া বলে সরকারি নীতিনির্ধারকদের বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি বা তারা প্রতারণা করেছেন। হয় এরা জ্ঞানপাপী, না হয় ধাপ্পাবাজ। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করতে অনেক লোকই কাজ করছেন, এদের কেউ কেউ যেমন ক্ষমতাসীনদের সাথে আছেন, কেউ কেউ তেমনি আছেন বিরোধীদের সাথেও। অথচ ERP এবং SAP ধরনের নিয়ন্ত্রক সফটওয়্যার বহু আগে থেকেই বিশ্বে প্রচলিত এবং এগুলোর সাপোর্টে বিভিন্ন দেশেই বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য আরও স্মার্ট সফটওয়্যার ব্যবহার হচ্ছে। শুধু সফটওয়্যারই নয়, ব্যবহার শুরু হয় স্মার্ট মিটারেরও। বড় বড় কনস্ট্রাকশন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে সিসকো অগ্রগণ্য অবস্থান নিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জটিল ও অত্যাধুনিক অনেক কাজ এরা ইতোমধ্যে করে ফেলেছে। এর সাথে কখনও প্রতিযোগী কখনও সহযোগী হচ্ছে Accenture। এর রয়েছে Formula One ব্র্যান্ডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান Maclaren Electronic System। এরা শুধু সুই আমেরিকা মহাদেশ বা ইউরোপেই নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও সফলভাবে কিছু কাজ করেছে। সিঙ্গাপুর, আবুধাবি এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় সফল কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এরা। এদের হাতে আছে এমন কিছু হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বান্ডেল, যা জটিল ও বড় বড় কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। সিসকোর যেমন আছে 'Smart Connected Communities' নামে একটি সলিউশন, তেমনি বিশ্বের বৃহত্তম হার্ডওয়্যার নির্মাতা হিউলেট প্যাকার্ডের আছে Central Nervous System for the Earth। এ ছাড়া আইবিএম বছর চারেক আগে থেকেই এগুচ্ছে Smart Planet ধারণা নিয়ে। এই দৌড়ে আছে সিমেন্সও। হার্ডওয়্যার বলতে এখন আর শুধু কমপিউটারকে বোঝায় না, অনেক সেন্সরকেও বোঝায়, যেগুলো অন্তত গত চার বছর ধরেই ডিজিটাল-ড্রিম বাস্তবায়নে অবদান রেখে চলেছে। এগুলোর প্রাণ-ভোমরাও যেহেতু চিপ-ই, তাই মুরস্ ল' মেনেই প্রতি ১৮ মাসে শক্তি দ্বিগুণ করে চলেছে। এসব দেখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ডিজিটাল এজেন্ডা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। আর আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ইউরোপের অন্যতম দুর্বল অর্থনীতির দেশ পর্তুগাল ইউরোপে প্রথম বাস্তবায়ন করেছে ডিজিটাল নগরীর, যার নাম Plant IT Vally।

উপরে যে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম জানালাম, তা শুধু উদাহরণ দেয়ার জন্যই। আর এখন সময়টাই হচ্ছে মেগা বিল্ডিংয়ের। শুধু উঁচু অট্টালিকার প্রতিযোগিতা চলছে বিশ্বজুড়ে, তাই নয়। চলছে ছোট-বড় পরিবেশবান্ধব নতুন নগরী তৈরি বা পুরনো নগরীকে গ্রিন নগরীতে পরিণত করার কাজ। এসব নগরীতে রাস্তা-সেতু-বাঁধ সবই তৈরি হচ্ছে, আর তা হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, অধুনা যাকে বলা হচ্ছে স্মার্ট। এসব খুবই বিস্ময়কর এবং উজ্জীবিত হওয়ার মতো কাহিনী। সিঙ্গাপুর কী করে স্মার্ট হচ্ছে, সাংহাইতে কী হচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার সংভোতে বা আবুধাবির মাসদারে কী হচ্ছে? এসব নিয়ে পরে একদিন লেখা যাবে, আমাদের এসব জানতে হবে। কারণ, আমরা স্মার্ট বলতে ফোনের মধ্যে আটকে আছি।

বলতে চাই, মেগা বিল্ডিং এবং স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবহারের কথা। পদ্মা সেতুর জন্য আমরা চাই এই স্মার্ট বিল্ডিং টেকনোলজি। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন অর্থায়ন সংক্রান্ত ধাপগুলো অনেকটাই দূর হয়ে যাবে বলে আশা করছি, বিশেষ করে অর্থায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গুলো। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন দল দেশীয় অর্থায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা এবং আমি যে কারণে এই বিষয়টায় আশাবাদী তার কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ বা মহাজোট সংসদে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, যার আরেকটা অর্থ হচ্ছে বিপুল জনপ্রিয়তাও তার আছে।

বিশ্বমন্দার প্রকোপ, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড, প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে নির্বাচনকালীন জনপ্রিয়তা যদি ১০ শতাংশই (এর বেশি হওয়ার কথাও নয়, সম্ভবও নয়) কমে থাকে তাহলেও ওই জনপ্রিয়তা দিয়েও সবার সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন অসম্ভব কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে অর্থায়নের যে প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হচ্ছে অর্থাৎ সারচার্জ, বন্ড বিক্রি, মন্ত্রী-সংসদ সদস্য, ▸

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতন-উৎসব ভাতার কন্ট্রিবিউশন, ছাত্রছাত্রীদের টিফিনের টাকা ওতে সবটা কুলাবে না। আরও কিছু নতুন চিন্তা করতে হবে।

ব্যবসায়ী-কৃষিজীবীদের (অবশ্যই সচ্ছল) অবদানও যদি বেতন-ভাতা সহযোগিতার সাথে যোগ হয়, তাহলে সত্যিই নিজেদের অর্থেই পদ্মা সেতু হবে। এক্ষেত্রে আমার একটা প্রস্তাব আছে। অন্তত ছয় মাস যদি বড় ব্যবসায়ীরা তাদের মাসিক মুনাফার এক দিনের অর্থ পদ্মা সেতু প্রকল্পে দান করেন, আর সচ্ছল কৃষক-গ্রামীণ ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীরা যদি কমপক্ষে দু'মণ করে ধান অথবা সমমূল্যের অন্যান্য কৃষিপণ্য বিক্রির অর্থ দান করেন, তাহলে অর্থায়নের সুরাহা অনেকটাই হতে পারে।

সবার আগে একটা টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কত টাকা জমা নেয়া হবে। ইতোমধ্যে আমরা তিনটি বিকল্প পন্থার কথা জানতে পেরেছি। প্রথমত, বিশ্বব্যাংকের অর্থ নিয়েই পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু করা। দ্বিতীয়ত, পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক যদি শেষ পর্যন্ত না আসে তাহলে অন্যান্য ঋণদাতা সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়ন দিয়ে কাজ শুরু ও সম্পন্ন করা এবং তৃতীয়ত, এ দুটিও সম্ভব না হলে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন। গত ২০ জুলাই অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে সংশ্লিষ্টদের এক বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে হাল ছাড়েননি। আসলে আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতো অর্থমন্ত্রী আশাবাদী হবেন এটাই স্বাভাবিক। আর এ পৃথিবীতে অসম্ভব বলে তো কিছু নেই। বিশ্বব্যাংক কদেভিয়ায় যদি সব প্রকল্পে অর্থায়ন একবার বন্ধ করে দিয়ে আবার শুরু করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে পারবে না কেন? এখানে তো মাত্র একটি প্রকল্পে জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার চেষ্টার এ আগ্রহের কারণ হচ্ছে সংস্থাটি ঋণ দেয় কঠিন শর্তে, তবে সুদ অন্য সব আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তাদানকারী সংস্থার চেয়ে অনেক কম আর পরিমাণেও সবচেয়ে বেশি। পক্ষান্তরে জাইকা, এডিবি, আইডিবি ঋণ দেয় একটু চড়া সুদে। তবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনই আন্তর্জাতিক এসব ঋণদাতা সংস্থার ঋণখেলাপি হয়নি, যদিও অভ্যন্তরীণভাবে এদেশের ব্যাংকগুলো ঋণখেলাপিদের নিয়ে সারা বছর ব্যতিব্যস্ত থাকে।

তবে তিন বিকল্পের যেকোনো সূত্র থেকেই পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন হোক না কেনো সেখানে থাকতে হবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা, সাথে সাথে গতিশীলতা। প্রচলিত প্রথাগত স্টাইলে চলা আমলাতন্ত্র এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারবে না। কারণ তাদের একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছে দীর্ঘসূত্রী পুরনো ধাঁচের অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়ায়, যেখানে প্রাক্কলন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত চলে একটা কপট এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা। পক্ষান্তরে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, আইডিবি এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তারা ডিজিটাল বা স্মার্ট টেকনোলজিতে কাজ করে অভ্যস্ত। পদ্মা সেতুর মতো একটি মেগা প্রজেক্টে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ তাদেরকে সন্দেহবাতিক করে তুলতে বাধ্য, আর তার ওপর যদি নেতিবাচক উস্কানি বা কানভাঙানি এরা শুনতে থাকে দিনের পর দিন। এ কারণেই একটা ডিজিটাল ফিল্টারিং ব্যবস্থা এক্ষেত্রে প্রায় আবশ্যিকই বলা চলে। এখন তৃতীয় অপশন প্রসঙ্গে যদি আমরা বিজ্ঞানমনস্ক বিবেচনায় যাই তাহলেও এই স্মার্টনেসটা খুবই জরুরি, বিশেষ করে প্রাথমিকভাবে অর্থ জমাকরণ প্রক্রিয়াটার জন্য।

এজন্য প্রয়োজন বেশ কিছু হার্ডওয়্যার (শুধু কমপিউটার নয়, সেন্সরও), যা দিয়ে একটি শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা যায়–যেটা প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতিকে পুনর্বাসন

করবে। আমি প্রথাগত পদ্ধতিটিকে বাতিল করছি না। কারণই বললেই এখন বিকল্প আমলাতন্ত্র পাওয়া যাবে না, আবেগের বশে হয়ত বলা যায় কিন্তু কাজটা বাস্তবসম্মত নয়। এজন্য প্রয়োজন 'পুনর্বাসন', যার ফলে তারা অর্থাৎ আমলাতন্ত্র অভ্যস্ত হয়ে উঠবে আধুনিক ধারায় কাজ করতে আর জনসাধারণ আস্থা পাবে।

এই স্মার্টনেসের প্রায়োগিক দিকটা কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব তা একটা প্রশ্ন বটে। অনেকের সাথে আলোচনা করে দেখেছি, তারা মনে করছেন বিষয়টি সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য। তবে আমার মনে হয়েছে পুরো কর্মধারাটিকে যদি আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করি এবং টপ প্রায়োরিটি দিয়ে অর্থায়নের জন্য প্রযুক্তি স্থাপন ও সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের কাজটাকে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে আনতে চাই তাহলে তা সময়সাপেক্ষ হবে না। কারণ, দেশীয় সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোই এ কাজ করতে পারবে। দেশের সফটওয়্যার শিল্পের অগ্রগণ্য যারা আছে যেমন–দোহা টেক, তাটা সফট, কমপিউটার সলিউশন, বিও সিস্টেম ইত্যাদির মধ্যে থেকে বেছে নেয়া যায় কিংবা বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নেতা ও সদস্যদের সাথে সরকার বসে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে দিতে পারে, যারা কাজগুলো দ্রুত করবে। এসব প্রতিষ্ঠান বা বেসিসের সদস্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দেশে-বিদেশে অনেক দুরূহ কাজ ইতোমধ্যেই করেছে এবং এখনও করছে। আর অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষত অর্থ সংগ্রহ এমন প্রক্রিয়ায় করতে হবে যাতে রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। এরা বড়জোর উজ্জীবিত করা ও সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করতে পারেন, যারা টাকা সেই অ্যাকাউন্টগুলোতে জমা দেবে এবং তা ওই স্মার্টপ্রযুক্তি দিয়ে সুরক্ষিত থাকবে। একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিকে এ কাজে লাগানো এমন কোনো দুরূহ ব্যাপার নয়। ERP বা SAP সাপোর্টেড সফটওয়্যার এ কাজে লাগানো রাষ্ট্রীয়ভাবে তেমন দুরূহও নয়। যারা স্মার্ট টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে, তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে গড়ে তুলতে পারে দেশের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলো বা এদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে কনসোর্টিয়াম।

লোকবলের বিষয়টি নিয়েও খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কেননা আমাদের দেশে এখন সিএসই, ইইই ইত্যাদি ডিসিপ্লিনের গ্র্যাজুয়েটের অভাব নেই। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনেক এক্সপার্ট কাজ করছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচার এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকরাও আইসিটিতে মোটামুটি দক্ষ শুধু তাদেরকে কাজে লাগিয়ে 'করতে করতে শেখার' সুযোগটা দিয়ে দেখুন–মেধার খেলাই যে দেখতে পাবেন–সে বিষয়টি নিশ্চিত। হ্যাঁ, উচ্চতর পর্যায়ে সামান্য কজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ হয়ত লাগবে–তবে প্রবাসে আমাদের যে এক্সপার্টরা কাজ করছেন তাদেরকে যদি সমমানের বেতন ও সম্মান দিয়ে নিয়ে আসা যায় তাহলেও সমস্যাটা মেটে।

মোদ্দা কথা, পদ্মা সেতুটা হতে হবে একটি আধুনিক মেগা স্ট্রাকচার এবং তার জন্য এখনই স্মার্ট টেকনোলজি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন, অযৌক্তিকভাবে আপনি নানা প্রত্যয়দীপ্ত কথা বলেছেন, তবে পদ্মা সেতুকে এবার Potential national importance-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিন। ডিজিটাল কর্মযজ্ঞটা শুরু হোক। এর ধারাবাহিকতায় আরও অনেক মেগা এবং স্মার্ট প্রকল্প আমরা করতে পারব।

ফিডব্যাক : *abir59@gmail.com*